বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন: সার্বিক পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

(The Secondary and Higher Secondary Education System in Bangladesh and Sustainable Development: Overall Review and to-Dos)

ড. মোঃ মাসুদ হোসেন

[1] *Dr. Md. Mashud Hossain, Associate Professor, Geography, Chadpur Government Women's College*
e-mail: mashudhossaint@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন হয়ে থাকে আর টেকসই উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বলতে বোঝায় শিখন এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ইস্যুগুলো অর্ন্তভুক্তকরণ যেমন- আবহাওয়ার পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য নিরসন, মানবাধিকার, বিশ্বায়ন, উন্নত জীবন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি। বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি সমীক্ষা করার মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, টেকসই বা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন তথা মানসম্মত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন কোর্স বা নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন হচ্ছে; কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পর্যাপ্ত ও যুগোপযোগী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্সের অভাব; দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব; গ্রামাঞ্চলে মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব; উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মনিটরিং এর জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন শাখা অফিস নেই; পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল নিশ্চিত না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্র অনার্স কোর্স চালুর প্রথা এবং সুবিধার তুলনায় অধিক আসন সংখ্যা নির্ধারণ; প্রয়োজন না থাকলেও কাছাকাছি অঞ্চলে বা একই ভৌগোলিক এলাকায় সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা, অর্জিত ছুটি প্রাপ্ততা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বৈষম্য, ইত্যাদি সমস্যাগুলো রয়েছে। এই সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে গবেষণার সুপারিশসমুহ বাস্তবায়ন করা গেলে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা তথা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি হবে।

(Abstract: Sustainable development is achieved through modern timely education and sustainable development is actually denotes economic development, social development and environment conservation. On the other hand, education for sustainable development means to include education related to climate change, disaster management, proverty reduction, human rights, globalization, and consciousness about standard life. Data analysis has been done on the secondary sources about the Secondary and Higher Secondary Education System in Bangladesh and Sustainable Development. The findings show that Bangladesh is implementing new curriculum or courses in Secondary and Higher secondary level of education to ensure sustainable development as well as quality, inclusive and equitable education and lifelong learning for all. It also focuses that there are some problems prevailing here in Bangladesh i.e., lack of vocational and technical educational institution and sufficient courses, lack of skilled and trained manpower; lack of quality educational institutions in rural areas; lack of monitoring offices of DSHE in Upazilla and district level to monitor Higher secondary, Graduation and Post Graduation level of education; starting honours courses by National University everywhere without ensuring sufficient infrastructure and skilled manpower and admitting students higher that the capacity; establishment of similar kind of educational institutions in the same geographical area and in minimal distance; discrimination between the Education Cadre officers with other Cadres on promotion, facilities, earned leave etc. If the recommendations of the research aiming to solve the problems can be implemented, quality and inclusive and equitable education will be ensured as well as lifelong learning opportunities will be created).

মূল শব্দ: *টেকসই উন্নয়ন*, *শিক্ষা*, *মানসম্মত শিক্ষা*

১. ভূমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ। এসডিজি এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে এবং চার নম্বর লক্ষ্যমাত্রা হলো "Ensure inclusive and equitable quality education and promote

lifelong learning opportunities for all." অর্থাৎ "মানসম্মত শিক্ষা ... সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা" (বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৮) । টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বলতে বোঝায় শিখন এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ইস্যুগুলো অর্ন্তভুক্তকরণ যেমন- আবহাওয়ার পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য নিরসন, মানবাধিকার, বিশ্বায়ন, উন্নত জীবন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি। টেকসই উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ (বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৮) ।

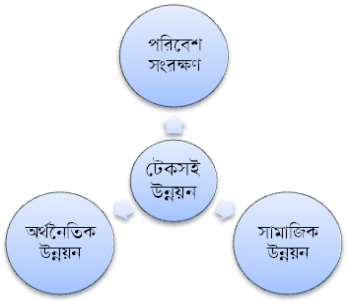

শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ তৈরি করে, যা ভবিষ্যতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। তবে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের রূপরেখা অনুধাবন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা চেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন যা কিনা ভবিষ্যতে এই উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করবে। বর্তমানে পৃথিবীর বাস্তুসংস্থানের ওপর মানুষের চাহিদার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং এই বৃদ্ধির পরিমাণ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশে বেশি। এই বৃদ্ধির ধারণা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের মধ্যে থাকতে হবে বা থাকা উচিত। কারণ আমরা কোথায় আছি, আমাদের অবস্থান নিয়ে ভাবতে শুরু না করলে এগিয়ে যাবার রাস্তায় পথ হারাতে হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে বিশেষত পরিবেশ বিজ্ঞানে এ জাতীয় ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হলে নিঃসন্দেহে তারা পৃথিবীর জীব ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করবে। তবে কেবল কারিকুলামে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তকরণ নয়, একই সঙ্গে শ্রেণি-কক্ষে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির অনুসরণ করা দরকার যা কিনা শিক্ষার্থীদের আচরণগত পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে প্রেষণা যোগায়। মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত ও যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক ধারণার অনুশীলন লক্ষ্য অর্জনকে নিশ্চিত করা।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার লক্ষ্য হলো 'বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষার জন্য টেকসই বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য কী ধরণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন' - তা বিশ্লেষণ করা। এর আলোকে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো নিদিষ্ট করা হলো:

- বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা;
- বাংলাদেশের জনগনকে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদান ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- মানুষের সমস্ত কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র হলো তার পরিবেশ এবং এই পরিবেশ রক্ষা বা টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিবেশকে বিবেচনা করার লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ার কৌশল জানা;
- টেকসই বা স্বায়িত্বশীল উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে পরিবেশ সংরক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী হয়, সে লক্ষ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম তৈরি এবং পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কাজকে তথ্যবহুল করার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য হিসাবে দৈনিক পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমুহ, রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ইত্যাদি ব্যবহার হরা হয়েছে।

৪. টেকসই উন্নয়ন ও শিক্ষণ

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষণকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। একটি হলো আমরা কী শিখব এবং সেটা কিভাবে? যদি আমরা পরিবেশগত সমস্যার কথা বলি, তাহলে এ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান একটা ভূমিকা রাখতে পারে। আর এই ধরণের শিখন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে রপ্ত করতে পারে। কাজেই আমাদের আশপাশের সমস্যা অনুধাবন এবং তার সমাধান সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা। যে শিক্ষা অর্জনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভূমিকা অনন্য। এই উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক

শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা চাই যা কিনা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রেষণা প্রদান ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা, ভবিষ্যতের জন্য সার্থক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সহজতর হয়ে ওঠে। তাহলে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন কী ভাবে? এর একটা প্রধান উপায় হলো গ্রুপে আলোচনার ঝড় তোলা। যখন একজন শিক্ষার্থী একজন শিক্ষকের সহযোগিতায় একটি নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপরে নিজস্ব মতামতগুলোকে উপস্থাপন করে তখন উক্ত বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা শাণিত হয়। এক্ষেত্রে সমস্যাভিত্তিক শিখন সুস্পষ্ট ও বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি হয়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবার ক্ষমতা তৈরিই হতে হবে মূল লক্ষ্য। তাই শিখনের বিষয় এবং পদ্ধতি দুটোই গুরুত্বপূর্ণ।

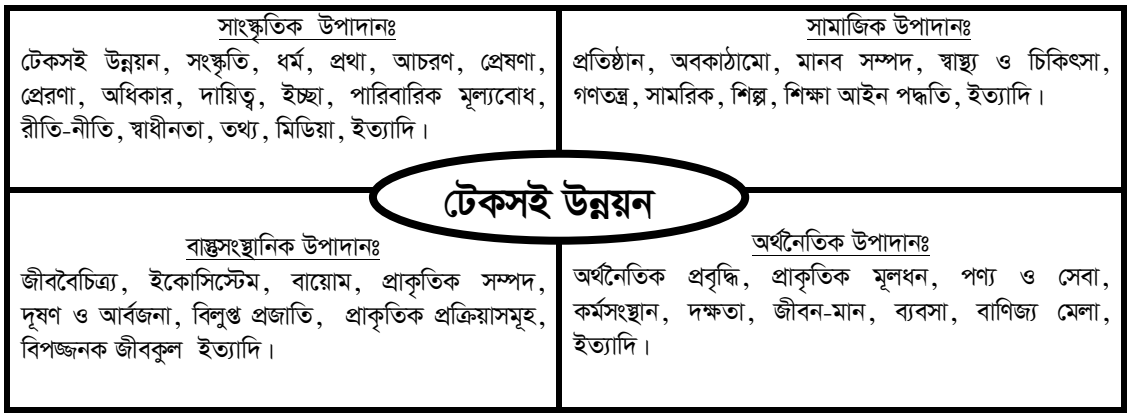

টেকসই উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষা মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যকে নিশ্চিত করে মানুষকে সমাজের দায়িত্ববান ও উৎপাদনশীল নাগরিক হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করে। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল উপাদান হলো মানসম্মত ও সৃজনীমূলক শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার ধারায় পরিবর্তন আনয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিকুলাম তৈরিতে দক্ষতা আনয়নসহ অন্যান্য সবদিক পরিকল্পনার আওতায় আনার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনা যায় যা নিশ্চিত করবে একুশ শতকের শিক্ষার চাহিদা। একই ধারায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কন্সট্যান্ট শিখনকে গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নয়নের ধারা পরিবর্তনশীল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তাই উন্নয়নের নতুন নতুন ধারাকে রপ্ত করতে হয়। আর তাই সৃজনশীলতা শেখানো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাই সৃজনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে হয় সর্বাগ্রে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শেখাই টেকসই উন্নয়নের ভিত মজবুত করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য গুনগত শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলোকে বিবেচনায় রাখা উচিত।

৫. আলোচনা ও বিশ্লেষণ:

৫.১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাসমুহ:

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ওপর। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং নাগরিকগণের জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ কর্মসূচী এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রশাসনকে আধুনিকায়ন প্রয়োজন। শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০) ঃ

- দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং জাতীয় অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন জ্ঞান উদ্ভাবনে সক্ষম করে তোলা;
- শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যকরিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতিমুক্তকরণ;
- শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা, জবাব- দিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন করে শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- দেশের সকল এলাকায় সকল মানুষের জন্য শিক্ষার সুষম সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধন;
- দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন জন সম্পদ তৈরী।

৫.১.১. শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলসমূহ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০)

- সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রণয়ন
- স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন

- শিক্ষানীতির আওতাধীন ও এম.পি.ও.ভুক্ত সকল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বদলি ও পদোন্নতি
- অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন
- প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক এর অফিস স্থাপন
- শিক্ষা প্রশাসনে বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে দুইটি পৃথক অধিদপ্তর যথাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অধিদপ্তর গঠন
- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা।

৫.১.২. শিক্ষা ক্যাডারের উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০)

অধিকাংশ সরকারি কলেজে শিক্ষকের পদ প্রয়োজনের চাইতে কম। কলেজসমূহে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পদায়ন নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি কলেজসমূহে বিষয় এবং স্তর অনুযায়ী অভিন্ন জনবল কাঠামো নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষা ক্যাডারে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য তেমন কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই। এম.ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ফলে বেতনবৃদ্ধির যে ব্যবস্থা রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। নিজ নিজ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন, এম.ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষকদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনার্স এবং মাস্টার্স কলেজসমূহে পদায়নসহ বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে। শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদে কর্মরত কোন কর্মকর্তা একাডেমিক ব্যুৎপত্তি অথবা নতুন উদ্ভাবনীর জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হলে বিশেষ আর্থিক সুবিধা এবং পদমর্যাদা পাবেন। শিক্ষা ক্যাডার পরিচালনায় আধুনিক ব্যবস্থাপনার রীতি অনুসরণ করা হবে। শিক্ষকগণের মূল্যায়নের জন্য প্রচলিত এ.সি.আর. ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা হবে এবং পারফরমেন্স ভিত্তিক মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রচলন করা হবে। পারফরমেন্স ভিত্তিক মূল্যায়নের উপযুক্ত রিপোর্টিং ফরম্যাট উদ্ভাবন করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিমওয়ার্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির মূল্যায়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং-এর উপর নাম্বার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রত্যেক শিক্ষক এবং তার সুপারভাইজার মিলে শিক্ষকের জন্য বার্ষিক, ষান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষকগণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার সাথে সাথে পারফরম্যান্স গুরুত্ব পাবে। জ্যেষ্ঠতার কারণে একজন শিক্ষক পদোন্নতির জন্য অগ্রে বিবেচিত হবেন তবে শুধুমাত্র উপযুক্ত পারফরম্যান্স এর অধিকারী হলে পদোন্নতি পাবেন। পারফরম্যান্স ভিত্তিক পদোন্নতি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৫.১.৩. মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা কৌশলসমূহ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০) :

- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সুসামঞ্জস করা হবে;
- বিদ্যালয়/কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে আরো জোরদার করা হবে। অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগী ও নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমন্নয়ে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হবে;
- অ্যাকাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতি মাসে অন্তত একবার বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়;
- অধিদপ্তরে বর্তমান EMIS কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য এর কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসাারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে এবং তাতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে।
- স্কুলম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে একাডেমিক স্বীকৃতি এবং এম, পি, ও, ভুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হবে;
- সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণার্থে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার আলোকে মূল বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকার থেকে প্রদান করা হবে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ ট্রাস্ট, চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন, অবসরকালীন এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা জোরদার করা হবে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি। এই নীতিমালায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিধি-বিধান থাকবে যাতে কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। একই সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে;
- যে সকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ নাই সেসকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে সরকারি স্কুল, কলেজ, টি টি কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজন অনুসারে কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে;

- ব্যক্তি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় আনা প্রয়োজন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে;
- জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী উচ্চমান সম্পন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.২.কারিকুলাম প্রণয়ন:

কারিকুলাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক অবস্থাকে বিবেচনায় আনা; শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে একুশশতকের চাহিদাকে গুরুত্ব প্রদান; বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, বয়স ও মেধা যাচাই করা; উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া; পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতিতে ভিন্নতা আনার মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; আদর্শ শিক্ষণ পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান; একুশ শতকের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা রাখা; শিক্ষকদের ডিজিটাল ক্লাসরুম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান; বাস্তব প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে বাস্তবের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো; হাতে কলমে শিক্ষার মাধ্যমে পাঠের সাথে শিক্ষার্থীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা বাড়ানো; মূল ধারার শিক্ষার সাথে অন্য ধারার শিক্ষার গুরুত্ব প্রদান; নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান; বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর প্রদান; শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ; কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ (এনসিটিবি, ২০১৩) ইত্যাদি।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড হলে আদর্শ শিক্ষক হলো শিক্ষার মেরুদন্ড। আদর্শ শিক্ষকের জন্য প্রয়োজন পাঠ দানের উপযুক্ত পরিবেশ এবং মেধা ও মনন চর্চার নিরবচ্ছিন্ন কর্মক্ষেত্র। জাতি হিসেবে আমরা খুবই মেধাবী কিন্তু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত ত্রুটি, দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন প্রভৃতি আমাদের মেধা বিকাশে অন্তরায়। অতীত অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও দক্ষতার মাধ্যমে মেধার বহি:প্রকাশ ঘটে।

শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। মানুষ তার জীবনের প্রতিমুহূর্তে নতুন যত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই শিক্ষা। শিক্ষা একযুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভান্ডার অন্য যুগে বয়ে নিয়ে যায়। কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শের পটভূমিকায় গড়ে উঠে। যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত সুগঠিত সে দেশে স্বাক্ষরতার হার তত বেশি এবং আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সে দেশ তত উন্নত। শিক্ষার স্তর বিন্যাস বা কাঠামো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, প্রশাসন, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীর ভর্তি, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, শিক্ষার বিষয়, শিখণ সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, পাঠদান মূল্যায়ন ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান যা একটি অপরটির সাথে আন্ত:সম্পর্কীয়।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মেধার বিকাশ ঘটানো। শিক্ষার মাধ্যমেই চিত্তের বিকাশ ঘটে। মন হয় বিজ্ঞান মনস্ক, উজ্জীবিত হয় উদ্ভাবনী শক্তি এবং কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে সহায়তা করে। উন্নত বিশ্বে শিক্ষা বিভাগ এখন মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ নামে পরিচিত। সরকারি ব্যয়ের যথাযথ ব্যবহার না করা, যুগোপযোগী শিক্ষা না হওয়া, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সীমিত হওয়া, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না থাকা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের মানুষ যথাযথ মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে না।

৫.৩ গ্রামাঞ্চলে মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে অডিও-ভিডিও রেকর্ড, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত। বর্তমান প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে হবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হতে হবে এক ও অভিন্ন। মাধ্যমিক স্তর থেকেই কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে কিন্তু মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। এসব জনগণের মেধা বিকাশ করতে গ্রামে মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে এবং একজন শিক্ষার্থীর মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। এই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ন্যূনতম উপায়সমূহ: ১. দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী ২.স্থানীয় জনগণের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ ৩. দক্ষ অভিভাবক কমিটি (সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিচালনা কমিটির প্রয়োজন নেই, কেননা দেখা যায় যে, পরিচালনা কমিটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার চেয়ে অহেতুক বির্তক সৃষ্টি করে) ৪. লেখাপড়া ও সহ-শিক্ষা কার্যক্রম এর প্রতি ছাত্র/ছাত্রীদের দুর্বার আকর্ষণ, উৎসাহ ও একাত্মতা এবং শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টকরণ ৫. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬. পাঠদান কৌশল উন্নয়ন; ৭.মূল্যবোধ শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুনাগরিক তৈরী ৮. পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন ৯. ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝ পথে ঝরে পড়া বা লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ এবং রোধ করা ১০. ছাত্র/ছাত্রীদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ১১. অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক নিবিড় করা এবং একই সাথে প্রতিষ্ঠান এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ১২. প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক-নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও শিক্ষকদের বাসস্থান থেকে কর্মস্থানের দূরত্ব বিবেচনা করা ১৩. শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ

এর যথাযথ ব্যবহার ১৪. মহিলা সহকর্মীদের প্রতি সম্মানবোধ ১৫. শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা/অভিভাবক কমিটি গঠন করা ১৬. ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল বা আচরণ নিয়ে অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করা ১৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কারিকুলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি।

৫.৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়; প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা এবং এর সাথে আছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ স্তর ও নূরানী স্তর (ডিএসএইচই, ২০১৬)। এছাড়া শহর অঞ্চলে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন নার্সারী, কিন্ডার গার্টেন, কোচিং সেন্টার ও টিউটোরিয়াল এবং প্রি-ক্যাডেট কলেজে এ কোর্স চালু রয়েছে। মসজিদ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে যেমন-মক্তব, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা, কিন্ডার গার্টেন, উচ্চতর মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শাখা, স্বতন্ত্র ইবতেদিয়া শাখা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্তমানে দেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দাখিল মাদ্রাসা, আলিম মাদ্রাসার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রদান করা হয়। সরকারি কলেজ, প্রাইভেট কলেজ, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করা হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরণের শিক্ষা প্রদ্ধতি চালু নেই। যদি একটি আদর্শ শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্তর ভিত্তিক একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকত তাহলে দেশের মেধা বিকাশ সমহারে বৃদ্ধি ঘটত। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটছে না।

বর্তমানে একটি প্রশ্ন খুবই প্রচলিত। শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক না শিক্ষককের জন্য শিক্ষার্থী। শিক্ষকদের মতে কলেজ পর্যায়ে ২:০০টার পর ক্লাসে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না, আবার অভিভাবক/শিক্ষার্থীদের মতে ২:০০টা কলেজে শিক্ষক থাকে না। এ পর্যায়ের উত্তরণ প্রয়োজন। বর্তমানে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহ সপ্তাহে ৫ দিন শ্রেণি কার্যক্রম চললেও এটা কিছুদিন আগেও ৬ দিন ছিল। উন্নত দেশগুলিতে সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন হলেও বাংলাদেশে কোনো কোনো পর্যায় থেকে আবার সাপ্তাহিক ছুটি ১ দিন করার দাবী তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের সকল ধরণের অফিসের কর্মদিবস হলো সপ্তাহে ৫ দিন, এমনকি সে সকল অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনিটরিং করে সেগুলোও সপ্তাহে ৫ দিন অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/শিক্ষকগণ অবকাশকালীন সুবিধা পেয়ে থাকে। এর ফলে অর্জিত ছুটি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বৈষম্য তৈরি হয়েছে।
বাংলাদেশে বর্তমানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এমনকি কোন কোন স্থানে রাস্তার দুইপাশে একই রকম দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিদ্যমান জনসংখ্যা কাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতির বাস্তবতার নিরিখে নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত বিশ্লেষণ(জিআইএস) প্রতিষ্ঠান ম্যাপিং এর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান বিশ্লেষণপূর্বক একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যানবেইস এ ধরণের কাজ করে থাকে। প্রয়োজনে ব্যানবেইস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন স্থাপন করতে হলে সরকারের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার পর অনুমোদন করার প্রথা রাখা যাবে না।

যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি চালু রয়েছে (বাংলাদেশে এরকম অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে), সে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের প্রতিদিন একটি বা দুটি অথবা সপ্তাহে তিনটি বা চারটি ক্লাস থাকে। সে সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ আবর্তন **(Rotation)** প্রক্রিয়ার কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসকল প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল রয়েছে এবং এখানে রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। যদি আমরা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলে এ দক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায়। এক্ষেত্রে কারিগরি বিভিন্ন কোর্স/ ট্রেড কোর্স চালু করে এবং শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী অথবা ঐ প্রতিষ্ঠানের আশপাশ এলাকার বেকার জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে অথবা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি চালুরত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাশ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করে একটি নীতিমালার মাধ্যমে কলেজে কর্মরত শিক্ষকগণকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্লাসে পাঠ দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজসমূহ এবং দশটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা রয়েছে। যদি এই রকম কোন ব্যবস্থা করা যায় তাহলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে তথা মানসম্মত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো সার্বক্ষণিক চালু থাকবে।

৫.৫.উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মনিটরিং:

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিটরিং এর গুরুত্ব অপরিসীম (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০)। ২০২৪ সালের ২৬ জুনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০৯৬০টি (ব্যানবেইজ)। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৬৮৪ টি ও বেসরকারি ২০২৭৬। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো মনিটরিং এর জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন শাখা অফিস নেই। এক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে সহকারি পরিচালক এবং জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এর অর্গানোগ্রাম তৈরি করে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিটরিং এর জন্য অফিস স্থাপন করা যেতে পারে যেখানে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করবেন। এ সকল অফিসে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আলিম, ফাজিল ও কামিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ন্যাস্ত করা যেতে পারে।

বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যে সব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই সেসব উপজেলায় একটি করে কলেজকে সরকারি করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের এ উদ্যোগ মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের হাব হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তা কারিকুলাম তৈরি এবং বিভিন্ন প্রকল্পসহ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত থেকে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ সকল অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ শুধুমাত্র বড় কলেজ বা বিভিন্ন অফিস, প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে খুবই সীমিত। যদি আমরা সমগ্র বাংলাদেশকে সমন্বিত নীতিমালার আলোকে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাই, তাহলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের এ সকল অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদেরকে কাজে লাগানো উচিত। এক্ষেত্রে দেশের প্রতিটি উপজেলার সরকারি কলেজগুলোতে কমপক্ষে একজন করে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ ও আইটি বিশেষজ্ঞকে প্রেষণে বা সরাসরি পদায়ন করা যায়। এসকল বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ প্রথমে উপজেলার সরকারি কলেজের শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষিত করবে এবং পরবর্তীতে ঐ সরকারি কলেজের সকলে মিলে সমগ্র উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের হাব হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে। এ ভাবে অতি দ্রুত টেকসই উন্নয়নের জন্য মনিসম্মত শিক্ষা সমগ্র বাংলাদেশে সমহারে বিস্তার ঘটবে।

৫.৬. সরকারি কলেজসমুহের শিক্ষার মান ও কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কার্যক্রম:

সরকারি কলেজগুলো একসময় গুনগত ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে সরকারি কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরদর্শী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমের চাপ, জনবলের অপর্যাপ্ততাসহ নানাবিধ কারণে এই সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা যারা সরকারি কলেজগুলোতে কর্মরত রয়েছি প্রত্যেকের যথাযথ দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবমূখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমুহ

ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স অনুযায়ী শিক্ষকদের মর্যাদা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষকদেরকে পদমর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষক হলো মানুষ গড়ার কারিগর, তাই মানুষ গড়ার কারিগরদেরকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পরিচালিত অনুষ্ঠানগুলোতে কলেজের অধ্যক্ষ বা কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য আসন নিদিষ্ট থাকে না বা থাকলেও অনেক অবহেলার সাথে প্রদান করা হয়। শিক্ষা বিভাগকে অবকাশ বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করা (বর্তমান পর্যায়ে শিক্ষা বিভাগকে অবকাশ বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই। কেননা দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষা হয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় বন্ধের সময় শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও শিক্ষকদেরকে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত ও কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে হয়। এ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সপ্তাহে পাঁচ দিন কার্যক্রম চলে। অবকাশ বিভাগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় শিক্ষকরা গড় বেতনে অর্জিত ছুটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বদলী/পদায়নের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষককে তার নিজ জেলা অথবা প্রত্যেক শিক্ষককে অন্য জেলায় পদায়ন করা উচিত। সরকারি কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে। দেখা যায় যে বদলীর নিদিষ্ট নিয়মনীতি প্রয়োগ না করায় বা সীমিত থাকায় একজন দীর্ঘ সময় স্নাতকোত্তর কলেজে অবস্থান করছে বা উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক কলেজে অবস্থান করছে। আবার একজন দীর্ঘ সময় জেলা শহরের কলেজে অবস্থান করছে বা দুর্গম এলাকার কলেজে অবস্থান করছে। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের পরিপত্র নং মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯, তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর, ২০০২ অনুযায়ী একজন কর্মকর্তার প্রতি স্টেশনে চাকুরিকাল হবে তিন বৎসর (দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুই বৎসর)। সরকারি কলেজগুলোতে সাধারণত এ নিয়ম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় যে সকল কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে দুর্গম অঞ্চলে বা উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক পর্যায়ের কলেজে কর্মরত থাকে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা কমে যায় এবং কোন কারণে কোন কর্মকর্তা এসব স্থানে যোগদান করলে অনেক দিন অবস্থান করতে হয় কারণ এ সব স্থান থেকে স্বাভাবিক বদলীর ব্যবস্থা নেই। যদি বদলী/পদায়ন নিম্নোক্তভাবে করা যায় তাহলে প্রত্যেকেই সমান সুবিধা ভোগ করবে:

- কোন অবস্থাতেই এক কর্মস্থলে তিন বৎসরের অধিক রাখা যাবে না;
- প্রত্যেককেই পর্যায়ক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর তিনটি ক্যাটাগরির কলেজে পদায়ন করতে হবে;

- ❖ দুর্গম এলাকায় পদায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য ভাতার মত দুর্গম ভাতা প্রদান করা যেতে পারে;
- ❖ প্রত্যেক শিক্ষককে তার নিজ জেলায় (যদি ইচ্ছা পোষণ করে) অথবা প্রত্যেক শিক্ষককে অন্য জেলায় পদায়ন করা উচিত বা কেউই নিজ জেলায় চাকুরি করতে পারবে না;
- ❖ দুর্গম এলাকার চাকুরিকাল দুই বৎসর পূর্ণ হলেই সংশিষ্ট কর্মকর্তাকে জেলা শহরের কলেজে বা স্নাতকোত্তর কলেজে পদায়ন করতে হবে;
- ❖ স্বামী এবং স্ত্রীকে একই কর্মস্থলে পদায়ন করা;
- ❖ শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।

মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের পরিপত্র নং মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯, তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর, ২০০২ অনুযায়ী ঢাকার বাইরে বদলীকৃত কর্মকর্তার স্ত্রী সরকারী চাকুরীজীবি হলে স্বামীর কর্মস্থলে যে জেলায় অবস্থিত সে জেলায় অথবা পাশ্ববর্তী কোন জেলায় তাকে পদায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় যদি বিশেষভাবে অনুরোধ করে তবে সংশিষ্ট জেলায় উক্ত কর্মকর্তার স্ত্রীর জন্য সুপারনিউমারী পদ সৃজন করা যেতে পারে। শিক্ষকদের জন্য ইহা বিশেষভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত। যদি কোন কর্মকর্তার স্ত্রী অন্য জেলায় বা কর্মস্থলে চাকুরি করে তাহলে তাদেরকে মানসিক ও পারিবারিক সমস্যার মধ্যে চাকুরী করতে হয়, এক্ষেত্রে শ্রেণি কার্যক্রমে পূর্ণ মননশীলতার ব্যাঘাত ঘটে। তাই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে স্বামী/স্ত্রীর একই স্থানে পদায়ন করা উচিত। যদি একই ক্যাডারভুক্ত হয় তাহলে একই কলেজে পদায়ন (প্রয়োজনে সুপারনিউমারী পদ সৃজন করে) এবং অন্য ক্যাডারভুক্ত হলে একই স্থানে পদায়ন করা প্রয়োজন। এসব বদলীর আবেদনগুলো মানবিক দৃষ্টিকোণে বিবেচনাপূর্বক পদায়ন/বদলী করা হলে শিক্ষার গুনগত বিকাশ ঘটবে।

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য ক্যাডারের সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমান হওয়া উচিত। বর্তমানে যে বৈষম্য রয়েছে তা দ্রত সমাধান হওয়া প্রয়োজন। যে সকল সরকারী কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে সে সব কলেজে এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পদ সৃষ্টি এবং অতি দ্রুত পূরণ করতে হবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করা উচিত। পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করলেই একই বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের বিভিন্ন বিষয়ে সমসংখ্যক পদে আনুপাতিক হারে একই সাথে পদোন্নতি দিতে হবে।

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্র অনার্স কোর্স চালুর প্রথা এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো যুগোপযোগী করা উচিৎ। প্রতিটি কলেজে চলমান অনার্স কোর্সগুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা বাস্তবসম্মত করতে হবে। কেন্দ্রিয়ভাবে অনার্স কোর্সে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় নূন্যতম একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর প্রাপ্ত না হলে অনার্সে ভতি হওয়া যাবে না। কেননা আমরা এত অধিক সংখ্যক উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী তৈরি করেছে যারা কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নূন্যতম পাস নম্বরও অর্জন করতে পারে না। তাই তারা না পায় কোনো ভালো চাকুরি বা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে না পারে কোনো কাজ করতে । ফলে তারা নিজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে বসে থাকে।

কলেজ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের উচ্চতর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার জন্য অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা নাই। সরকারি কলেজেগুলোতে অনেক অভিজ্ঞ ও গবেষণা কার্য পরিচালনায় সক্ষম অনেক কর্মকর্তা রয়েছে। কিন্তু সরকারি কলেজগুলোতে এ সংক্রান্ত কোনো বাজেট বরাদ্দ থাকে না। যদি গবেষণার জন্য নিদিষ্ট বাজেট থাকে তাহলে কারিকুলাম, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব। শিক্ষা, গবেষণা ও ডিজিটাল কন্টেন্ট এর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের ইন্টারনেট ভাতার ব্যবস্থা চালু নাই।

৬. প্রাপ্ত ফলাফল

উপরোক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় টেকসই বা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন তথা সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা নিম্নরূপ:

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব;
- পরিবেশ শিক্ষার গুরত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন না করা;
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর ধারাবাহিকতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকা;
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বেই বিভিন্ন কোর্স বা নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন করা;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পর্যাপ্ত ও যুগোপযোগী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্সের অভাব;
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব;
- গ্রামাঞ্চলে মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব;
- উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মনিটরিং এর জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন শাখা অফিস নেই;

- পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল নিশ্চিত না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্র অনার্স কোর্স চালুর প্রথা এবং সুবিধার তুলনায় অধিক আসন সংখ্যা নির্ধারণ;
- শিক্ষার্থী ও অভিবভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং কলেজ পর্যায়ে ২:০০টার পর ক্লাসে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না, আবার অভিভাবক/শিক্ষার্থীদের মতে ২:০০ টার পর কলেজে শিক্ষক থাকে না;
- প্রয়োজন না থাকলেও কাছাকাছি অঞ্চলে বা একই ভৌগালিক এলাকায় সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- বদলী/পদায়নের ক্ষেত্রে সুনিদিষ্ট নিয়ম না থাকা বা থাকলেও প্রয়োগের অভাব;
- পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা, অর্জিত ছুটি প্রাপ্ততা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বৈষম্য;
- কলেজ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের উচ্চতর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার সীমিত সুযোগ

৭.সুপারিশসমুহ

টেকসই বা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন তথা সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষপগুলো গ্রহণ করার প্রয়োজনঃ

- পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করে শিক্ষানীতি, কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে টেকসই উন্নয়নকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে;
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন;
- প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুন:প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং নিয়মিত তদারকি করা;
- বিভিন্ন কোর্স বা নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়ন করার পূর্বেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষার্থী ও অভিবাবকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং কলেজ পর্যায়ে ২:০০টার পর ক্লাসে শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক ও যুগোপযোগী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্সের প্রচলন এবং কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- গ্রামাঞ্চলে দক্ষ জনবলের ব্যবস্থা করে মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পদ সৃষ্টি করা;
- পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল নিশ্চিত না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্র অনার্স কোর্স চালু না করা এবং আসন সংখ্যা সীমিত রাখা;
- বদলী/পদায়নের ক্ষেত্রে সুনিদিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ণ, পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা, অর্জিত ছুটি প্রাপ্যতা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বৈষম্য এবং শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- কলেজ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের উচ্চতর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার জন্য প্রতি বৎসর অনুদান প্রদান করা উচিত যাতে সবাই নিজস্ব বিষয়ভিত্তিক মেধার প্রয়োগ ও বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে;
- ভৌগোলিক উপাত্ত বিশ্লেষণ (জিআইএস) প্রতিষ্ঠান ম্যাপিং এর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান বিশ্লেষণপূর্বক একটি সমন্বিত নীতিমালা করার মাধ্যমে ব্যানবেইস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির করত: মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন স্থাপন করতে হলে সরকারের পূর্ব অনুমতির ব্যবস্থা করা এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার পর অনুমোদন করার প্রথা বাতিল করা;
- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা এবং প্রতিটি উপজেলার সরকারি কলেজগুলোতে কমপক্ষে একজন করে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ ও আইটি বিশেষজ্ঞকে প্রেষণে বা সরাসরি পদায়ন;
- উপজেলা পর্যায়ে সহকারি পরিচালক এবং জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এর অর্গানোগ্রাম তৈরি করে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিটরিং এর জন্য অফিস স্থাপন করা যেতে পারে যেখানে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করবেন। এ সকল অফিসে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আলিম, ফাজিল ও কামিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ন্যাস্ত করা যেতে পারে;
- শিক্ষা, গবেষণা ও ডিজিটাল কন্টেন্ট এর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের ইন্টারনেট ভাতার ব্যবস্থা চালু করা।

৮. উপসংহার:

বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হলো দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব। টেকসই উন্নয়ন তথা মানসম্মত শিক্ষা অর্থাৎ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা ভিত্তিক মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার জন্য প্রয়োজন সকল স্তরে সমগ্র এলাকায় একই ধরণের শিক্ষা প্রদানকারী দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল। শিক্ষাকে সবকিছুর উদ্ধে স্থান দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং বর্তমান বিশ্বমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে আমাদের নতুন প্রজন্মকে যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথা টেকসই উন্নয়নে সক্ষম করে তুলতে হবে। তাহলে দেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধেও চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রেখে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

৯. গ্রন্থ নির্দেশিকা:

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১০) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ডিএসএইচই (২০১৬) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর কর্মপরিকল্পনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- এনসিটিবি (২০১৩) জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন (২০১৮) টেকসই উন্নয়ন: অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- নাহিদ, নু. ই. (২০০৯) শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ.-১১৭।
- মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের পরিপত্র নং মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯, তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর, ২০০২।
- Sustainable Development Solutions Network (2017) SDG Index & Dashboards Report,; available at: http://unsdsn.org/resources/publications/sdg-index-and-dashboards-report-2017/
- Bangladesh Planning Commission (2016) 7th Five Year Plan FY2016-2020: Accelerating Growth, Empowering Citizens, Chapter-5, Investment Programme and its Financing; available at: http://www.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/361/7th_FYP_18_02_2016.pdf
- Samiya, F. and Wang, D. (2014) Economic Growth, Poverty and Inequality Tend in Bangladesh, Asian Journal of Social Sciences and the Humanities, vol-3 (1); available at: http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.3(1)/AJSSH2014(3.1-01).pdf
- World Bank (2014) World Development Indicators; available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/752121468182353172/World-development-indicators-2014
- BANBEIS (2024) Bangladesh Education Statistics 2023, Ministry of Education, Dhaka.

[Manuscript received on May 22,2024; accepted on June 30,2024]